সংবাদ

তারিখ ... 10 DEC 1996
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

মাদ্রাসায় মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন, অধ্যক্ষসহ গ্রেফতার ৩

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ৯ই ডিসেম্বর।– পিতামাতার অবাধ্য ছেলেকে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনে রেখে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের নামে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় অত্যাচার–নির্যাতন চালানোর অভিযোগে পুলিশ নগরীতে একটি মাদ্রাসার অধ্যক্ষসহ তিনজন হুজুরকে গ্রেফতার করেছে। আইস ফ্যাক্টরি রোডস্থ মহিষ্মুন্না মাদ্রাসা নামে এই নির্যাতন শিবির থেকে পায়ে লোহার ডান্ডাবেড়ি লাগানো ২৫টি শিশু–কিশোরকে উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত অধ্যক্ষ মওলানা সালেহ আহমদ (বড় হুজুর), হাফেজ রহিমুদ্দিন ও হাফেজ অলিউল্লাহসহ উদ্ধারকৃত ছাত্রদের আজ সোমবার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে চালান দেয়া হয়েছে। তিন হুজুরকে তিনদিনের পুলিশী রিমান্ডে দেয়া হয়েছে এবং ছাত্রদের পায়ের ডান্ডাবেড়ি খুলে দেয়ার জন্য আদালত নির্দেশ দিয়েছে। গ্রেফতারকৃত হুজুর ও তাদের বেড়িপরা ছাত্রদের দেখার জন্য আজ কোতোয়ালি অনেক উৎসুক দর্শকের ভিড় জমে।

পুলিশ, কথিত অধ্যক্ষ ও উদ্ধারকৃত ছাত্রদের সাথে আলাপে যে তথ্য পাওয়া গেল তা অত্যন্ত লোমহর্ষক। শুনলে গা শিউরে ওঠে। নোয়াখালীর মাইজদীর মওলানা সালেহ প্রায় ১৮ বছর আগে চট্টগ্রাম এসে আস্তানা গাড়ে। গত ১৫ বছর আগে সে সরকারি অনুমোদনবিহীন এই মাদ্রাসটি গড়ে তোলে রেলের জায়গার উপর। অনেকটা কারাগারের আদলে গড়ে তোলা এই মাদ্রাসার অভ্যন্তরে বাইরের লোকজনের প্রবেশ তো দূরের কথা, ছাত্রদের অভিভাবকদেরও ছিল প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোন অভিভাবক মাঝে মধ্যে আপন সন্তানকে দেখতে আসলেও তাকে একটি বেড়ার ঘরে ঢুকিয়ে তার বিপরীত থেকে কথাবার্তা বলতে দেয়া হত। মাদ্রাসায় ভর্তি হবার কিছুদিন পরই ছেলেদের পায়ে লোহার ডান্ডাবেড়ি পরানো হত। বাইরে ওয়ার্কসপে নিয়ে গিয়ে ওয়েল্ডিং করে স্থায়ীভাবে দেয়া হয় এসব বেড়ি, যার সাথে ৬/৭ ইঞ্চি শিকল নিয়ে জুড়ে দেয়া হয় ১৫/২০ কেজি ওজনের রেলবিট। থানায় উদ্ধার করে আনা বেড়িপরা ছাত্রদের দেখে মনে হল ওদের যেভাবে বেড়ি পরানো হয়েছে তা কারা কর্তৃপক্ষ দুর্ধর্ষ ডাকাত মুকিম গাজীকেও পরায়নি। ছাত্রদের কাছ থেকে জানা গেল কথিত সেই মাদ্রাসায় অবর্ণনীয় অত্যাচার–নির্যাতনের কথা। তারা জানায়, বড় হুজুরের ৮টি গাভীর লালন পালন করতে হত তাদের। বেড়িপরা অবস্থাতেই লেখাপড়া, আহার, স্নান ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার কাজ করতে হয়। তাদের প্রত্যেকের পায়ে দগদগে ঘা। পিঠে, শরীরে অসংখ্য নির্যাতনের চিহ্ন, ব্লেডের কাটা দাগ। ছাত্ররা জানাল, মাঝে মধ্যে তাদের ওপর চলত বলাৎকার। হুজুর অলিউল্লাহ ও বাবুর্চি কালাম তাদের ডেকে নিয়ে প্রায় সময় বলাৎকার করতো।